দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 MAY 1998 ...
পৃঃ ৩ কলাম ৫...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

একাডেমিক অর্ডিন্যান্স বাতিল ও সেশনজট নিরসনে ছাত্রদের আন্দোলন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ।। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পদ্ধতিকে সহজতর ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রচলিত একাডেমিক অর্ডিন্যান্সের কতিপয় বিতর্কিত ও অযৌক্তিক ধারা বাতিল, ক্রমবর্ধমান তিন বছরের সেশনজট নিরসনসহ দশ দফা দাবীতে ছাত্র শিবির ব্যাতীত সকল ছাত্র সংগঠন 'সর্বদলীয় ছাত্র সমাজ' পরিচয়ে আন্দোলন শুরু করিয়াছে। গত

(১২ পৃঃ দ্রঃ)

লামী বিশ্ববিদ্যালয়

(৩য় পৃঃ পর)

রবিবার ছাত্ররা দুই ঘন্টা পরিবহন অবরোধ এবং মঙ্গলবার ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বাহির করে। ছাত্রদের দশ দফার অন্যতম হইতেছে "ব্যাক গ্রাউণ্ড" পদ্ধতি বাতিল, সেশনজট নিরসনে বৎসরে একটি পরীক্ষা চালু, মানোন্নয়ন পরীক্ষা বিশেষভাবে গ্রহণ, যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ, একাডেমিক সমস্যা সমাধানে 'রিভিউ কমিটি' গঠন এবং সার্টিফিকেট প্রদান পদ্ধতি সংশোধন।

এদিকে ছাত্রদের উক্ত আন্দোলনের ফলে আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত ক্যাম্পাসে সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে। ছাত্রদের আন্দোলনের কয়েকটি দাবীর সহিত ছাত্র শিবিরের বিরোধ থাকায় ক্যাম্পাসে মোতায়েন ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সদস্যদের সতর্কাবস্থায় রাখা হইয়াছে।

উদ্ভুত পরিস্থিতিতে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর কায়েস উদ্দিনের সভাপতিত্বে আন্দোলনরত 'সর্বদলীয় ছাত্র সমাজের' নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ছাত্র নেতৃবৃন্দ উপস্থাপিত দশ দফা দাবী বিস্তারিত আলোচনার পর ভাইস-চ্যান্সেলর আইন-কানুন ও বিধি বিধান মোতাবেক পর্যায়ক্রমে যথাশীঘ্র যৌক্তিক দাবীসমূহ বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন। উক্ত বৈঠকে কর্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে সকল অনুষদের ডীন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, সিনিয়র শিক্ষক, ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা এবং সকল ছাত্র সংগঠনের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সর্বশেষ প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, আন্দোলনরত ছাত্ররা তাহাদের 'ব্যাক গ্রাউণ্ড পদ্ধতি' বাতিল সংক্রান্ত দাবীটি শীঘ্রই বাস্তবায়িত না হইলে বৃহত্তর কর্মসূচীর মাধ্যমে আন্দোলনে নামিবে।

বরিশাল-ঢাকা আকাশপথে বরিশাল অফিস ।। চার মাস পর বাংলাদেশ বিমান বৃহস্পতিবার ২০ জন যাত্রীসহ রহমতপুর বিমান বন্দরের রানওয়ে ২টা ১৭ মিনিটে স্পর্শ করে। ১৯ জন যাত্রী লইয়া বিমানটি জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে উড্ডয়ন করে। এটিপি সর্বশেষ গত বছর ডিসেম্বরে বরিশাল-ঢাকা আকাশপথে চলাচল করিয়াছিল। বিমান স্বল্পতার কারণে ইহার ফ্লাইট এতদিন বন্ধ ছিল। ৩রা মে ফ্লাইট সিডিউল থাকিলেও যাত্রীর অভাবে পরপর ২টি ফ্লাইট বাতিল হয়। পরে নূতন সিডিউল অনুসারে গতকাল হইতে সপ্তাহে দুইদিন এটিপি'র যাত্রা শুরু হইয়াছে। রবিবার বিমানটির ফ্লাইট নির্ধারিত হইয়াছে সকালে। এদিকে স্বল্পসংখ্যক যাত্রী থাকায় এরোবেঙ্গলের ঐ দিনে বৈকালিক ফ্লাইট বাতিল করা হয়।